চৌগাছার হাজারী লাল তখন ৭১'র সাহসী যুবক

শাহানুর আলম উজ্জল

যশোরের চৌগাছার অকুতোভয় সৈনিক বীর প্রতীক হাজারী লাল তরফদার জীবন বাজি রেখে যুদ্ধ করে ছিনিয়ে এনেছিলেন স্বাধীন পতাকা। তিনি যে স্বপ্ন নিয়ে যুদ্ধ করেছিলেন তা বাস্তবায়ন হয়নি বলেই তার কষ্ট লাগে। বুকের জমানো ব্যাথা আজও যন্ত্রনা দেয়। যুদ্ধের সময় তিনিই একমাত্র সাহসী যুবক। সে জন্য তাকে বীর প্রতীক খেতাবে ভূষিত করা হয়। সাহসী এই মানুষটি অতি কষ্টে অভাবের তাড়নায় বর্তমানে মানবেতার জীবন যাপন করছেন। উপজেলার রাণিয়ালী গ্রামের মৃত রসিক লাল তরফদার ও মাতা শৈলোবালার বড় ছেলে হাজারী লাল তরফদার। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের ৭ই মার্চের ভাষনের পর তিনি যুদ্ধ করার পরিকল্পনা করেন। এরপর যুদ্ধের প্রশিক্ষন নিয়ে ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়েন। ছোটবেলা থেকে তিনি ছিলেন সাহসী, ডানপিটে ও একরোখা প্রকৃতির। যুদ্ধে সেই সাহসীর প্রমান রাখতে সক্ষম হন। তিনি গরীবপুর, গোড়পাড়া, নাভারণ, দোশতনে, ছুটিপুর, ঝিকরগাছা, গঙ্গাধরপুর সহ অসংখ্য স্থানে বলিষ্ঠ সাহসী ভূমিকা রাখন। তিনি বলেন, ষ্টেনগানের গুলিতে তিনি পাক বাহিনীর অগনিত সদস্যকে হত্যা করেন। এছাড়া তিনি মুক্তিযুদ্ধকালীন ছদ্মবেশ ধারণ করে বিষ খাদ্য দ্রব্যে মিশিয়ে হত্যা করেছেন অনেক পাকসেনা। তার যুদ্ধ করার কৌশল দেখে সে সময় সহযোদ্ধারা ও সাহস পেতেন। যুদ্ধের সময় তার অদম্য সাহস, বুদ্ধিমত্তা ভূমিকার কারণে ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতা গ্রহনের পর হাজারী লাল তরফদারকে বীর প্রতীক খেতাব দেয়া হয়। সে সময় প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে তিনি সাক্ষাৎ করেন। বাঙ্গালীর বীর সন্তানের জন্য অনেক সহযোগীতা রাষ্ট্রীয় সম্মান প্রদান করা হয় এই বীর প্রতীককে। কিন্তু ২০০১ সালের নির্বাচনে চার দলীয় জোট ক্ষমতায় যাওয়ার পর তার উপর নেমে আসে সীমাহীন অত্যাচার নির্যাতন। ৭১'এ স্থানীয় ও অগণিত রাজাকার হত্যার অপরাধে তাকে মেরে ফেলার পরিকল্পনা করা হয়। জোটের আশ্রিত সন্ত্রাসীরা গোবিন্দপুর গ্রামের গুরুদাসের বাড়ি থেকে তাকে অপহরণ করে। প্রকাশ্যে দিনের বেলা মাঠের মধ্যে খেজুর গাছের সাথে বেঁধে অমানুষিক নির্যাতন করা হয়। খেজুর গাছের কাটাসমৃদ্ধ কাঁধি দিয়ে মধ্য যুগীয় কায়দায় খেজুর কাটা ফুটিয়ে উল্লাস করে সন্ত্রাসীরা। নিশ্চিত মৃত্যু জেনে ফেলে যাওয়ায় স্থানীয় জনগনের সহযোগীতায় সে যাত্রা বেঁচে যান হাজারী লাল তরফদার। এর কিছুদিন পর পুনরায় তার অবস্থান টের পেয়ে মালিগাতি গ্রামের তার শ্বশুর পঞ্চলাল রামমন্ডলের বাড়িতে সন্ত্রাসীরা হানা দেয়। হাজারী লাল তরফদার সারা রাত লেবু বাগানের ঝোপের ভেতর প্রাণ ভয়ে পালিয়ে থেকে ভোরে চলে আসেন রাণিয়ালী নিজের বাড়িতে। এরপর তিনি প্রাণ রক্ষা করার জন্য ভারতে পালিয়ে যান। দীর্ঘ সাত বছর খেতাব প্রাপ্ত বীর প্রতীক হাজারী লাল তরফদারকে কেউ খোঁজ রাখেনি। তিনি ভারতের নদীয়া জেলার হরিণঘাটা থানার মালিডাঙ্গা গ্রামে বসবাস করেন। সেখানে অন্যের জমিতে দিন মজুরীর কাজ করেন ও বিষধর গোখরো সাপ ধরে কোনমতে জীবন চালান। অবশেষে স্বাধীনতার স্বপক্ষের দল আওয়ামী লীগ ক্ষমতাসীন হলে ২০০৯ সালের ৩০ ডিসেম্বর মাটির টানে ফিরে আসেন। তার প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে তিনি বলেন, বুকের তাজা রক্ত দিয়ে প্রাণপণ লড়াই করে দেশটাকে স্বাধীন করলাম। সেই দেশে আমার ঠাই হলো না। জাতীয় পতাকা কলঙ্কিত করে রাজাকাররা দেশ চালিয়েছে। এটা অত্যান্ত দুঃখের বিষয়। তিনি জানান তার শেষ ইচ্ছা জননেত্রী শেখ হাসিনার সাথে দেখা করা। এবং যুদ্ধাপোরাধীদের বিচার দেখে যাওয়া। তিনি বলেন মুক্তিযোদ্ধারা যেন অবলীলায় নিঃশেষ না হয়। বীরদর্পী এই মানুষটি চৌগাছার অহংকার। বর্তমানে তিনি অর্থনৈতিক সংকটে বাস্তবতার সাথে তাল মিলাতে না পেরে সীমাহীন দারিদ্রতার মধ্যে দিনরাত পার করছেন। তিনি আজ বড় অসহায়। হাজারী লাল তরফদার স্বাধীনতা যুদ্ধের মূর্ত প্রতীক হলেও তার খবর এখন কেউ আর রাখেন না। কয়েক মাস আগে যশোর-২ চৌগাছা-ঝিকরগাছা আসনের সংসদ সদস্য মোস্তফা ফারুক মোহাম্মদ উপজেলা চত্বরে এই বীর প্রতীকের খোঁজ খবর নেন এবং তার সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দেন। বর্তমানে তিনি ঝিকরগাছার কেশচন্দ্রপুরে একটি ছোট্র টোং দোকান দিয়ে কোনমতে জীবন চালাচ্ছেন। খেতাবপ্রাপ্ত বীর প্রতিকের মেডেল নিয়ে তিনি প্রায়ই দুঃখ পান। আর ফিরে যান যুদ্ধের সেই ভয়াবহ ঘটনার স্মৃতিপটে।

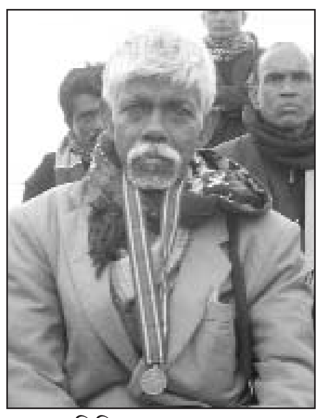

'বিজয়ের শত পিতা ঃ পরাজয় এতিম'

ফজল মোবারক

এক ইংরেজ কবি লিখেছেন- My sweetest songs are those which tells of saddest thoughts- আমার মিষ্টি মধুর সংগীত তাই যা অতীব দুঃখ চিন্তার কথা বলে। বিজয় দিবস হর্ষ বিষাদের ভরা মিশ্র অনুভূতির দিন। এ দিন যুদ্ধ জয়ের দিন এ দিন স্বজন হারাবেনার দিন। ৭১ এর ২৫ মার্চ যে মুক্তিযুদ্ধের সূচনা হয় ৯ মাস ধরে এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে ১৬ ডিসেম্বর হানাদার বাহিনীর আত্মসমার্পণের মাধ্যমে তা শেষ হয় অভ্যূত্থান ঘটে এক নতুন জাতি সত্তার। পৃথিবীর বুকে বাংলা ভাষাভাষী এক জনগোষ্ঠী আত্মপ্রকাশ করে- একটি নতুন জাতীয় পতাকা জাতি সংঘ চত্বরে উড্ডীন হয়। এক অভূতপূর্ব উল্লাসে সমগ্র বাঙালী জাতি ফেটে পড়ে। এ আনন্দের তুলনা হয় না। এ উল্লাসের শেষ থাকেনা।

বিজয় দিবসের এ আনন্দ উচ্ছ্বাস বেশি দিন ধরে রাখা যায়নি। যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে আমাদের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসীন হন, সে প্রতিশ্রুতি তারা রক্ষা করতে ব্যর্থ হন। মুক্তিযুদ্ধোত্তর সমাজ ব্যবস্থায় বিশৃংখলা ও অরাজকতার ব্যাপকতা এত বৃদ্ধি পায় যে স্বাধীনতার প্রতি দেশের সাধঅরণ মানুষের ভক্তি শ্রদ্ধা ওঠে যায়। নেতিবাচক মনোভাবের সাধারণ মানুষ ক্ষমতাশীন রাজনৈতিক দলের পরে আস্থা হারিফে ফেলে। খোদ ঢাকা শহরে আইন শৃঙ্খলা ভেঙে পড়ে। রাজধানীসহ মফঃস্বলের শঞর বাজারে এবং গ্রামাঞ্চলেও খুন খারাবি ও রাহাজানিতে ভরে ওঠে। এক অন্তহীন নিরাপত্তহীনতায় সারা বাংলাদেশ গ্রাসিত হয়। ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের চেন অব কমান্ড ভেঙে পড়ে। কে কার কথা রাখে! ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের বিভিন্ন স্তরের কর্মীরা কেউ কারো কথা শোনেনা। হুকুম মানে মা। ভাব সাব দেখে মনে হয় 'আমরা সবাই রাজা- আমাদের এ রাজার রাজত্বে'। এক অন্ধ স্বেচ্ছাচারিতায় জীবন ব্যবস্থা ব্যহত হয়।

এরপর আসে চুয়াত্তরের দুর্ভীক্ষ। স্বাধীনতার সদ্যজাত শিশুটি যাবতীয় পুষ্টিহীণতকায় ভুগে ভুগে মরণ-দশা প্রাপ্ত হয়। এ সময় বাংলা সাহিত্যের একজন প্রধান কবি রফিক আজাদ উচ্চারণ করেন 'ভাত দে হারাম জাদা, নইলে তোর মানচিত্র খাবো'। ঢাকার বিশিষ্ট ছড়াকার আবু সালেহ লেখেন, 'ধরা যায় না, ছোঁয়া যায় না, বলা যায় না কথা/ রক্ত দিয়ে কিনলাম শালার এ কোন স্বাধীনতা!'। দেশের এই দীর্ণ দশা দেখে তৎকালীন প্রধান মন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান তার এক ভাষণে বলেন, 'সবাই পায় সোনার খনি, আর আমি পেয়েছি চোরের খনি, আমি বিদেশ থেকে ভিক্ষা বরে আসি, আর চাটার দল তা চেটে খায়।' সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত একটি দেশের প্রধান রাষ্ট্রনায়কের এ ধরণের খেদোক্তিতে কত বড় বেদনা ও যন্ত্রণা ফুটে ওঠে। দেশের এই দুদর্শা লাঘবের জন্য তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করেন। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে চুরি, ডাকাতি, খুন রাহাজানি বন্ধ করার জন্য আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে কঠোর নিদের্শ দেন। অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারে পুলিশ বাহিনী ছাড়াও রক্ষী বাহিনীকে মাঠে নামান। তাতেও প্রত্যাশা পূরণ না হওয়ায় ৭৫ সালের জানুয়ারিতে তিনি বাধ্য হয়ে একদলীয় শাসন ব্যবস্থা 'বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক-আওয়ামী লীগ' (বাকশাল) গঠন করেন। উদ্দেশ্য ছিল একটি শক্তিশালী 'জাতীয় সরকার' কায়েম করে দেশ গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করা এবং তার সদ্য ঘোষিত দ্বিতীয় বিপ্লব (সবুজ বিপ্লব বা কৃষি বিপ্লব) সফল কবরা।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগষ্ট দুর্ভাগ্য বশত: এক সেনা অভ্যূত্থানে জাতির পিতা নিহত হলে দেশ এক অনিশ্চয়তার অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়। তার পরের ঘটনাবলী বিতর্কিত সুখ দুখের কাহিনী, যার উল্লেখ বিজয় দিনের এ ক্ষুদ্র নিবন্ধে উল্লেখ করতে চাইনে। আমি যা চাই, তাহলো এই মহান বিজয় দিনে দেশবাসীর প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির কথা বলা।

আমাদের রাজনৈতিক নেতাদের মনে রাখতে হবে, বর্তমান বিশ্ব রাজনীতিতে শিল্পোন্নত দেশগুলো পার্শ্ববর্তী স্বল্প পুঁজির রাষ্ট্রগুলোকে অসম বাণিজ্যের মাধ্যমে শোষণ করে। মুক্ত বাজার অর্থনীতির নামে সারা বিশ্বে চলছে এখন 'মৎস উৎসব অর্থাৎ ছোট মাছ খেয়ে বড় মাছ গুলোর বেঁচে থাকার নীতি। বিশ্ব ফোরামে যে রাষ্ট্র নায়ক যাই বলুক না কনে চলে বলে কৌশলে পার্শ্ববর্তী দেশের রক্ত মাংস আত্মসাৎ করে নিজ দেশের পুষ্টি অর্থাৎ উন্নতি সাধন করা। কাজেই আর্ন্তজাতিক ও আঞ্চলিক ফোরাম গুলোর সম্মেলনে ঘোষিত চার্টার কার্যকর হয় না। আমাদের রাষ্ট্র কবাঠামোয় নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ অর্থাৎ রাজনীতিক ও প্রশাসনিক কর্তাব্যক্তিদের মনে রাখতে হবে যে, দেশ না বাঁচলে তাদের সঞ্চিত অর্থও একদিন ফুরিয়ে যাবে, ভবিষ্যৎ বংশধরেরা তা ভোগ করতে পারবে না। াঞ্চিত সমাজে মুষ্ঠিমেয় অসৎ রাজনীতিক এবং দুর্নীতি গ্রস্থ শিল্পপতি, আমলা, মুৎসুদ্দি সুখে থাকতে পারবে না। সৎ রাজনীতিবিদ, শিল্পপতি, বুদ্ধিজীবী এবং লেখক সমাজ সেবক এবং সিভিল সোসাইটি বা সুশীল সমাজকে যা ভাবতে হবে এবং বাস্তবায়িত করতে। তাহলো- আমার দেশ ও জনগণের চাহিদা কী? আমার দেশের অথ্যন্তরীণ সম্পদ কী? আমি আমার অভ্যন্তরীন সম্পদকে কিভাবে কাজে লাগাতে পারি? কোন কোন সম্পদ বিদেশে রপ্তানী করে বৈদেশিক মুদ্রা আনতে পারি? কোন কোন দেশীয় সম্পদ শিল্প প্রক্রিয়াজাত করে দেশীয় জাহিদা মেটানোর পর বিদেশে রপ্তানী করতে পারি? দেশের প্রয়োজনে ন্যূনতম কোন কোন জিনিষ বিদেশ থেকে আমদানী করতে পারি? ব্যক্তি বিলাসী আমদানী নীতি পরিহার করতে হবে।

আমাদের দেশ মূলত: কৃষি প্রধান। ফলে কৃষিজাত সামগ্রী শিল্পের প্রক্রিয়াজাত করে বিদেশে রপ্তনী যোগ্য করে তুলতে হবে। অর্থাৎ Agro based Industry কৃষি নির্ভর শিল্প কারখানা গড়ে তুলতে হবে। অধিক জনসংখ্যা অধ্যূষিত দেশে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলতে পারলে তারা দেশে বিদেশে কর্ম সংস্থান খুঁজে পাবে। এভাবে বেদেশিক মূদ্রা অর্জিত হবে।

আমাদের সমূদ্র সীমায় যে মহীসোপান আছে তাতে প্রায় ৪ শত প্রাজাতির সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ আছে। উন্নত মানের মাছ ধরার টার ব্যবহার করে সে মৎস্য সম্পদ আহরণ করতে হবে। উদাহরণ স্বরূপ আমাদের থাই মানের ট্রলার না থাকায় আমাদের সমুদ্রের মাঝ থাই জেলেরা তুলে নিয়ে যায়।

আমাদের মিঠে পানির মাছের চাহিদা বিদেশে বৃদ্ধি পেয়েছে। এ ক্ষেত্রে বেসরকারি উদ্যোগকে উৎসাহিত করতে হবে। পাশাপাশি সরকারী উদ্যোগও গ্রহণ করতে হবে। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে বিজ্ঞান ভিত্তিক এবং যুগোপযুগী করতে হবে। দেশে অসংখ্য ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প কারভানা গড়ে তুলতে হবে। এজন্য প্রাকৃতিক গ্যাস ও প্রাপ্ত কয়লার সদ্ব্যবহার করতে হবে। বিদ্যুৎ জ্বালানী সদ্ব্যবহারের জন্য আর্ন্তজাতিক মানের স্থায়ী নীতিমালা নির্ধারণ করতে হবে- যাতে করে সরকার পরিবর্তনের সাথে সাথে সেগুলোর কোন পরিবর্তন না হয়। পরিশেষে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক দল এবং প্রশাসনকে সততা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা কঠোরভাবে মেনে চলার ঘোষণা দিতে হবে এবং প্রশাসনকে অনুসৃতব্য হতে হবে। সবশেষে, দেশবাসীকে ধর্মে কর্মে স্বাধীনতা দিতে হবে এবং ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলতে হবে। প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলের নেতৃস্থানীয় ব্যীক্তকে মনে রাখতে হবে- ব্যক্তির চেয়ে দল বড় এবং দলের চেয়ে দেশ বড়। পক্ষান্তরে, দেশের জন্য ভালো রাজনৈতিক দল এবং একটি ভালো দলের জন্যী ভালো মানুষের প্রয়োজন।

আরও মনে রাখতে হবে, 'olitician thinks of hid party but a statesman thinks of his country, A politician thinks of next election but statesman thinks of next generation,' দেশে প্রবহমান রাজনীতি সম্পর্কে জনৈক গুনীজন বলেছেন, রাজনীতিবিদরা অনেক কিছু বোঝেন এবং জানেন, কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস এই যে তারা শুধু জানেন না বর্তমানে কী হচ্ছে। 'tics is the pulse of the people' কাজেই রাজনীতিবিদদের শুধু নিজের দলীয় রাজনীতির দিকে তাকালে হবে না। তাকে দেওয়ালের লেখনও পড়তে হবে।

দৃষ্টির অগোচরে

কাজী রফিক

গাঢ় অন্ধকারে লর্ষ্ঠন জ্বেলে
বাবার সাথে ভূত দেখতে গিয়ে
গুতো খেয়েছি অনেকবার।
সে কথা হয়নি বলা তোমাদের কাছে।
বাবার অসম্মান হবে বল্তে
আমি প্রায়ই বলতাম ভূত দেখেছি,
ভূতের সাথে যুদ্ধ করেছি ইত্যাদি...
অথচ এ মিথ্যের জন্য বাবা
সম্মানিত হলেন, আর ঈশ্বর
মহাশয়ও থেকে গেলেন দৃষ্টির অগোচরে

কুকুরগুলো

স্বাধীন বাবু

কতগুলো কুকুর আমাকে নিয়ে
শুধু টানাটানি করে
মনে হয় আমি যেন এক টুকরো
কাচা মাংস
কেউ বুকের মধ্যে লুকিয়ে খেতে থাকে
কেউ বা কোলের মধ্যে নিয়ে
কেউ বা টানতে টানতে আমাকে
বহুদূর নিয়ে যায়
আজো তবু কেউ আমাকে
খেয়েই শেষ করতে পারলোনা
আমি যতটুকু ছিলাম ঠিক ততোটুকুই আছি
তবুও কুকুরগুলো আমাকে দেখলেই
জিহবা থেকে লা-লা ঝরাতে থাকে
ছুটে আসে আমার কাছাকাছি
আবার আমাকে টানতে টানতে
নিয়ে যায় দূরের কোন অজানায়

স্বপ্ন রাঙানো চাঁদ

এইচ.এম সিরাজ

ঠিক ওপার বাঙলার মতো-
শুকিয়ে গেলো নারায়নগঞ্জের অনেক দিনের ক্ষত।
যেমনিভাবে 'লাল দূর্গ' গুড়িয়ে দিলো মমতা
একই পথে নারায়নগঞ্জে জয়ী হলো জনতা।
সেলিনা হায়াবে আইভি
সে কার প্রতিচ্ছবি?
হুবহু যেনো মমতার কণ্ঠে প্রতিবাদের ধ্বনি;
উচ্চারিলো নি:সংকোচে উঁচু করে তর্জনি।
হঠাও ওসমান সন্ত্রাস যতো, অনাচার সব
সাহসী কণ্ঠে নারায়ানগঞ্জে উঠলো রব।
এমনিক্ষণে সরকারের উদাসীন মনোভাবে;
আইভি কহিলো 'জনতাই আমার সেনাবাহিনী হবে'।
প্রতিদ্বন্দ্বি শামীম ওসমান হলো বিচলিত;
'জঙ্গি হামলার' শঙ্কা তুলে হলো নিন্দিত।
সহসাই পাল্টে গেলো দৃশ্যপট-
র‌্যাব পুলিশের চাঁদরে ঢাকলো সমগ্র মাঠ।
ইসি বলল, নির্বাচন হবে সুষ্ঠ স্বাভাবিক,
আর, তীক্ষ্ণচোখে তৎপর হলো মিডিয়া সাংবাদিক।
অত:পর এলো মহেন্দ্রক্ষণ-
নির্বিঘ্নে হলো নারায়নগঞ্জে সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন।
তিরিশ অক্টোবর দিন শেষে ভাসিলো বিজয়ের ঢেউ,
দেশময় সে কী আইভি উলাস।
সেখানে ছিলোনা শুধু ওসমানীরা কেউ।
আইভি যেন নিরেব বলল হেসে
শামীম ভাইয়েরা রাজনীতি করুন মানুষকে ভালোবেসে।
আইভি তোমার দূর থেকে জানাই সালাম, আর্শীবাদ
জাতির আকাশে ধুমকেতু তুমি, স্বপ্ন রাঙানো চাঁদ।

মহামানব

মোঃ আমিরুজ্জামান

বড় হৃদয়ের অধিকারী শিদ্ধ পুরুষ যিনি
নিষ্কাম নিঃস্বার্থের উর্ধ্বে জীবন উৎসর্গ করেছেন তিনি।
বিন্দুমাত্র বিদ্যমান অনিষ্টের চিহ্ন নাই যাহার চিত্তে
ভোগ বিলাস আরাম আয়েস অর্থের পাহাড়
সবিই তার কাছে মিথ্যে
আমিত্বের সব কিছু বিসর্জন দিয়ে সবার
মাঝে একাকার
মানবতার উচ্চ শিখরে দিয়েছে যে
সাবাস তাকে বারংবার।
ধর্মের নামে দোহায় দিয়ে নামাবলী আর
লেবাসে পরিচয় নয়
সকল মানুষের মানবতার উজ্জ্বল দিষ্টান্তে
বহিছে জয়
নিরানন্দের মাঝে আনন্দের বহিঃপ্রকাশ
প্রতিয়মান জগৎময়
যে সয় সেই রয় সকল সাস্ত্রে কয়।

শিল্পী কান্ডারী

শেখ লিয়াকত হোসেন

বিশ্ববরণ্যই সুলতানের রং তুলি
ছবি আঁকা কাধে থাকতো ব্যাগের ঝুলি
চিত্রা নদী তোমাকে হারিয়ে ভাটা খালি
শিশু স্বর্গের ছবি আঁকায় দিচ্ছে তালি।
সুলতান বিদ্যাপীঠে আজ শ্রদ্ধাঞ্জলি
শিল্পী সাহিত্য অঙ্গণের স্বরণ সভা।
খেটে খাওয়া অনাহারী মানুষের দৃষ্টি
রং তুলি আঁচড়ে সাধনা ছবি সৃষ্টি।
কিশোরগঞ্জ নড়াইল চিত্রায় বৃষ্টি
অনুভূতির গভীরতা শক্তির যোগান
বহতা নদী সবুজ বৃক্ষ তরুলতা
শিল্পী কান্ডারী এস এম সুলতান
আমাদের চির চেনা চির জানা
নড়াইলের চির সবুজ লাল মিয়া

জেগে ওঠো মুক্তিযোদ্ধারা

হিমাংশু হিমাদ্রী সরকার

জেগে ওঠো মুক্তিযোদ্ধারা
আবার জেগে ওঠো,
দেশ যে আবার ডাক দিয়েছে
আবার যুদ্ধে ছোটো,
এসো দেশকে মুক্ত করি
নবীনের হাতে হাত ধরি
আরেকবার এ মাটির জন্য।
যত সব ক্রন্দন আছে
এসো মুছে ফেলে দিই,
যুদ্ধঅনাথ, টোকাই, মজদুর
বুকে টেনে নিই,
এসো গড়ি এক নতুন বাংলা
দিই মুক্তি চেতনার জন্য।
যত সব ঘাত প্রতিঘাত
এসো ছুঁড়ে ফেলে দিই,
মানবতা দিয়ে অনাহতকে
হৃদয়ে টেনে নিই,
এসো গড়ি আবার বাংলাকে
মুক্তির মন্ত্রে হই ধন্য।

সন্ধান

শরিফুল আলম

হিরা মণি মুক্তা মানিক
আমার দরকার নেই
এই অন্তরে বসতি যার
তারে শুধু চায় ॥
কত দূরে থাকে আমার
মন পিঞ্জিরার পাখি
কোন সন্ধানে যাই সেখানে
তোমরা বল দেখি
আমার ব্যথা বোঝে যে জন
তারে কোথায় পায় ॥

মহা বিদ্রোহী

শেখ শাহরিয়ার সোহেল

চতুর্দিকে অন্যায়ের ডামাডোল
জেগে ওঠে একটি কণ্ঠস্বর
বিদ্রোহের শাণিত মন্ত্র নিয়ে
চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে আলোর প্লাবন
একটি সত্য পতাকা বিশ্বের মানচিত্রে
সদা জাগ্রত-উজ্জ্বল-মহীয়ান, সে নজরুল।

অতিথি

অশোক বিশ্বাস

ক্ষণিকের তরে এসেছে যে ঘরে
সেইতো অতিথি
প্রশ্ন কর না তাকে কি বা আছে তার
কিবা বর্ণ-জাতি
নিচু কুলে হোক না জন্ম
নাহি হোক সে জ্ঞাতি,
আপন বলে মানিবে তারে
নাহি থাক তার খ্যাতি।
আপন বলে জানিতে না পার
দুঃখ দিওনা কভু,
লোকে না দেখুক অজান্তে ঘটুক
শাস্তি দিবেন প্রভু।
অতিথি এসে যদি কেঁদে যায়
লোকে মন্দ কয়
সম্মান তাহার নাইকো কোথাও
হবে না কোথাও জয়।
অতিথির দেশের যদি কেহ আসে
অতিথি জানিবে তাকে,
তুমি যদি যাও কভু সেথায়
না দিক থাকিতে রাতে।
তোমাকে দেখে না চিনে যদি
পরিচয় দিও কাছে,
ভুল বুঝিয়া রাগ করিলে
পস্তাতে হবে শেষে।
গরীব বন্ধু আসে যদি কভু
নোংরা পোশাক পরে,
ঘৃণা কর না তাকে রাখিও কাছে
রাখিও বুকেতে ধরে।
পূর্ব পরিচিত গরীব বন্ধু
রাখিও স্মরণে
এমনও একদিন আসিতে পারে
বাঁচাবে মরনে।

শোনো আমার কণ্ঠস্বর

কাজী রফিকুল ইসলাম

রবি বাবু
তোমার জন্মের শতবর্ষ পরে
আমি নাকি জন্মেছিলাম
এই সবুজ বাংলায়।
বাবা বলেছেন-
আমি নাকি ১৯৬১ সালের
৬ জুনের নবজাতক।
এই মিথ্যে জন্ম-নিবন্ধনের তারিখ দেখিয়ে
আর কতোকাল
আমাকে কবিতা লিখতে হবে বলো?
ঘুমের মধ্যে কেটে গেলে ১৪টি বছর
বলো কি থাকে আমার? বলো কি থাকে আমার?
জেলখানায় বসে নজরুলের মতো
আমি তো কবিতা লিখতে আসিনি
রবি বাবু
আমি এসেছিলাম
আমার কণ্ঠের গান শুনাতে,
নাটকের অভিনয় দ্যাখাতে
আর-
যাত্রা জগতের প্রতিটি মঞ্চ কাঁপিয়ে দিতে
মহানায়কের মত।
রবি বাবু
এই যে দ্যাখো-তোমাদের দেয়া
আমার জন্ম তারিখ
আমি মুছে দিয়েছি
ক্যালেন্ডারের পাতা থেকে।
ছিঁড়ে ফেলেছি মিথ্যে জন্ম-নিবন্ধনের
কাগজপত্র
এই যে দ্যাখো-
আমি এখন ৩৬ বছরের যুবক।
আমার কণ্ঠস্বর শোনো মাইক্রোফোনে
পৃথিবীর প্রতিটি দেশে দেশে
আমি উজিয়ে ধরেছি আমার কণ্ঠস্বর।
শুনবে তো এসো-রবিবাবু,
শোনো আমার কণ্ঠস্বর।

তর্কাতীত বোধ

পদ্মনাভ অধিকারী

মাঝরাতে- মাঝবয়সী পাখিটা যখন
চিৎকার করে বলতে থাকে "চোখ গেল-চোখ গেল"
আমার তন্ত্রী ছুঁয়ে যায়! জানালা খুলতেই উষ্ণ কোমল
শীতল হাওয়া এসে ছুঁয়ে যায় সমস্ত শরীর।
স্পষ্ট বুঝতে পারি- ফাগুন এসেছে।
বাইরে হলুদ জোছনা- কেমন রঙছড়ি দিয়েছে!
চারদিক জুড়ে ফুলেরা বাগানে হাসছে কামনার লজ্জায়।
দূর থেকে চেয়ে দেখি মাঝবয়সী চাঁদটা লেকের
স্ফটিক- শান্ত নীরব জলের নীচেয় বেহায়ার মতো
শুয়ে আছে; আর নব যৌবনা মাছগুলো- তাদের
নধর গতর ঘঁষে চলেছে গায়। কোমল ঠোঁট দিয়ে
কেমন সুড়সুড়ি দিচ্ছে; যখন মাঝবয়সী চাঁদটা নিরুত্তর
ঠিক আমার মত।
ফাগুনের হাওয়া লাগলেও আমি হিংস্র হতে পারি না।
প্রতিহিংসার আগুনে বারুদের মতো জ্বলে উঠতে পারি না
প্রতিশোধের নেশায় ধারাল অস্ত্র হাতে নিতে পারি না
মুখ খিস্তি করে গালাগাল দিতে পারি না
সাথীদের ভীষণ চিৎকার করে ডাকতেও পারি না। কেন জানেন?
পিতা- আর পিতামহ বলেছিল
"খোকা, তুমি প্রতিশোধ নেবে না কোনোদিন
প্রতিবিধান করতে সচেষ্ট হবে। কেননা
প্রকিশোধ নিতে গেলে সংঘাত আর রক্তপাত শেষ হবে না।
তুমি ও তোমরা কেউ সুখী হতে পারবে না।" তাহলে বলুন?
মাঝরাতে আটই ফাগুনে নিজের মাথার চুল ছিঁড়তে থাকি।
নিজের বজ্রমুষ্টি কামড়াতে থাকি। কেনো জানেন?
আমার মা বলেছিল
"খোকা শহীদ মিনারে যারা যায়, তাদের হাতে থাকে মালা
আর অনেকেই মনে মনে বলে- তোমরা মরেছিলে বলেই
আমরা কিছু রোজগার করতে পারি, বেশ গালভরা বুলি
দিতে পারি, তোমরা মরে আমাদের পথ করে দিয়েছ
আরাম আয়েশের।" তা হলে প্রতিশোধ নেব কিভাবে?
ফাগুন এলে কেবল- জ্বলে পুড়ে মরি নিজের আগুনে।

জীবন মৃত্যুর সন্ধীক্ষনে মোরেলগঞ্জের মুক্তিযোদ্ধা আমজাদ মল্লিক

গনেশ পাল

যুদ্ধকালীন সুন্দরবন সাব-সেক্টরের টাইগার কমান্ডার বাগেরহাটের মোরেলগঞ্জ উপজেলার ভাইজোড়া গ্রামের আমজাদ হোসেন মল্লিক দীর্ঘদিন ধরে জটিল রোগে আক্রান্ত হয়ে এখন মৃত্যু সজ্জায়। অর্থ-অভাবে উন্নত চিকিৎসা না হওয়ায় বর্তমানে তার জীবন প্রদীপ মৃত্যুর প্রহর গুনছেন। জানাগেছে, উপজেলার ভাইজোড়া গ্রামের ফুল মল্লিকের পুত্র আমজাদ মল্লিক দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে ১৯৭১সালে মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশ গ্রহন করেন। এসময় তিনি মাতা তোকাবজান বিবি, স্ত্রী উম্মে কুলসুম ও একমাত্র কন্যা বিউটিকে সংঙ্গে নিয়ে সুন্দর বনের গহীন অরন্যে আশ্রয় নিয়ে ততকালীন ৯নম্বর সাব- সেক্টরের কমান্ডিং অফিসার মেজর (অব) জিয়াউদ্দিন ও সেকেন্ড-ইন-কমান্ড স ম কবির আহম্মেদ মধুর অধীনে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন। তার দুরান্ত সাহসিকতার কারনে তিনি যুদ্ধকালীন সময় সুন্দরবন টাইগার কমান্ডের দায়িত্ব গ্রহন করে বিভিন্ন স্থানে সম্মুখযুদ্ধে অংশ গ্রহন করেন। রনাঙ্গনের সাহসী এই যোদ্ধা স্বাধীনতা পরবর্তীকালে দারিদ্রতার সাথে সংগ্রাম করে চরম অভাব-অনটনের মধ্যেদিয়ে জীবনযাপন করে আসছিলেন। ২০০৫সালে তিনি হটাৎ অসুস্থ হয়ে পরে কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলেন। হতদরিদ্র মুক্তিযাদ্ধা আমজাদ মল্লিক নিজের শেষ সম্বলটুকু বিক্রি করে চিকিৎসা চালিয়ে সর্বস্বান্ত হয়ে পড়েন। ৯ সদস্যের পরিবারের একমাত্র কর্মক্ষম সন্তান মনিরুজ্জামান মুক্তার সামান্য আয়ে কোনমতে খেয়ে না খেয়ে দিন যাপন করছে মুক্তিযোদ্ধা আমজাদ হোসেনের পরিবার। ফলে অর্থাভাবে বছরাধিক সময় ধরে তার চিকিৎসা সেবা বন্ধ রয়েছে। ধীরে ধীরে তিনি নানা জটিল রোগে আক্রান্ত হয়ে বর্তমানে মৃত্যুর প্রহর গুনছে। তার অসুস্থতার খবর শুনে বুধবার রাতে উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা প্রজন্মের আহবায়ক মতিনুর রহমান সোহেল, যুগ্ন-আহবায় সরোয়ার জাহান রনি, শহিদুল ইসলাম লাল, সদস্য সচিব আরিফুল ইসলামসহ বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ তাকে দেখতে গিয়ে আবেগ-আপ্লুত হয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। তারা মুক্তিযোদ্ধা আমজাদ মল্লিকের উন্নত চিকিৎসার জন্য সরকার ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের আশু হস্ত ক্ষেপ কামনা করেন। পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী পুত্র মনিরুজ্জামান মুক্তাসহ পরিবারের অন্যান্যরা তার সজ্জাপাশে কান্না জড়িত কন্ঠে বলেন, এপর্যন্ত তারা সরকারি অথবা বেসরকারী কোন প্রকার সহযোগীতা না পাওয়ায় তার চিকিৎসা করাতে গিয়ে সহায়সম্বল হারিয়ে এখন তারা র্সস্বান্তহয়ে পরেছেন। উন্নত চিকিৎসার জন্য যে অর্থের প্রয়োজন তা না থাকায় তার পিতা জীবনের শেষ পর্যায়ে এসে বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুর প্রহর গুনছেন। পুত্র মুক্তা ক্ষোভেরসাথে বলেন, বাবার চিকিৎসার খোঁজখবর নেয়াতো দুরের কথা দীর্ঘ ৫ বছর ধরে বিজয় ও স্বাধীনতা দিবসেও কেউ তার খোঁজ রাখেননা।

এগিয়ে চলো

গোবিন্দ চন্দ্র বিশ্বাস

বৃত্ত ভেঙ্গে সমবায় এসেছে বেরিয়ে
আজ আম-জনতা দাঁড়ায়ে দুয়ারে
উষার সোনালী সূর্য তারুণ্যে জেগেছে
কে হতভাগা বৃত্ত বন্দি রয়েছে।
এখন সমবায় দেশে বিদেশে বিশ্ময়
বাংলাদেশও চলেছে এগিয়ে প্রত্যাশায় বন্ধ দুয়ার
ভেঙ্গে এসো যত অসহায়
হাত বাড়িয়েই রয়েছে সমবায়
সমবায়ের ধর্ম-গোলা রক্ষা ভান্ডার
হতাশায় মধ্যসত্ত্বভোগী ভুঁইফোড়
দশের সঞ্চিত মূলধন ভাগ্যগড়ার
আর হব না ধনকুবের শিকার।
জনতার দুয়ারে সমবায় বিপনী বিতান
লাভে লোকসানে নিজ প্রতিষ্ঠান
নেই প্রতারতা বাড়তি পুঁজি সবার
বহুমুখী সমবায় মূলধন জোগায় বারবার
হাতে কাজ দিয়ে দারিদ্র ঘোচাই
পদানত মস্তকে আর নয়
আমরা গড়েছি দশে মিলে সমবায়
ভাগ্যগড়ার সংগ্রামে আসবেই বিজয়।

অন্তহীন আকাঙ্খা

-দুলার ফিন (তাপস)

তোমার আবেগী মন ছুতে চায় আমাকে
বাসা বাঁধাতে চায় ঐ দূর নীলিমায়
যেখানে নিঃশব্দ পাখির কলতান
ভোরের শিশির ভেজা ঘাস
মধ্য দুপুরের কাহুক ডাকা হাঁস,
চৈত্রের খরতাপ।
চাতক চোখ খুঁজেফেরে তোমায় বারেবারে
দূর দিগন্তে, যেখানে ভ্রমরেরা খেলা করে
প্রজাপ্রতিরা উড়ে বেড়ায় ডানা মেলে
ঘাস ফড়িং মন নেচে যায়
আর তুমি, ডানা মেলে উড়ে যাও দূর আকাশে।

আলোর বিচ্ছুরণ

জি. এম মুছা

তুমি নদী-সাগর, মহাগরের ঢেউ নও, বিশাল এক
সমুদ্দুরের অথবা প্রশান্ত মহাসাগরের অজস্র জলরাশির
ভাইব্রেশন, তোমার অফুরন্ত সাহিত্য ভাণ্ডার, জ্ঞানের
কতটুকু গভীরতা আর পাণ্ডিত্য থাকলে অথৈ সাগর জলের
তলদেশ খুঁজে পাওয়া যাবে জানি না। কতটা তৃষ্ণা বুকে
নিয়ে শ্রান্ত হয়ে মাতৃসম কপোতাক্ষ-মাতা জাহ্নবী ঘুমিয়ে
আছে নদীর কাছে, অনেকটা ঋণী করে আমাকে তোমার
সৃষ্টিসম্ভার, যতটা ঋণী রংধনু সাগরের অজস্র জলরাশির
কাছে। প্রচণ্ড ঝড়-বাদলে অমানিশার আঁধার রাতে মেঘ
বিজলী চমকে ওঠে, মিল্টন, হোমার, গেট্যে, ওয়ার্ডসওয়ার্থ,
সাহেবি টুপি,আলখেল-র ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো
একটি দীপ্তিমান পৌরুষের আলোর বিচ্ছুরণ।

অগোছালো

আসমা জামান

দাদার হচ্ছে শ্রাদ্ধ
দাদী করছে বিয়ে
বাবা মজেছে ভিন্ন নারীতে
মা কাঁদছে ডিভোর্স লেটার নিয়ে
ভাইয়ের রয়েছে সেক্রেটারী
ভাবী ধরেছে পিএ
ভগ্নিপতির হাতে অবৈধ অস্ত্র
প্রায়শ্চিত্ত করেছে বোন আত্মাহুতি দিয়ে
ভাতিজার হবে অন্নপ্রাশন
হুইস্কি স্যাম্পেন দিয়ে
চারপাশে যত বিত্ত বৈভব
কিশোর-কিশোরীকে ঘিরে
হতাশার প্রাচীর ভাংতে পারে না
তীব্র প্রতিবাদ দিয়ে
যন্ত্রণা ভোলার চেষ্টা করছে
হেরোইন প্যাথেডিন নিয়ে।

ভালিবাসি তাই

শান্তনা রায়

চিত্ত মাঝে নিত্ত তুমি আঁক প্রেমের আলপনা
ভালবাসি প্রিয় তোমায় এটা কোন গল্প না,
মন দিয়েছি মন পেতে চাই করি সেই প্রতিক্ষা
ভাসে যখন মুখটি তোমার সয় না আর অপেক্ষা।
সত্য কথা বললে নাকি প্রেমের দেওয়াল টোটে না
তবে সত্যবাদীর জীবদ্দশায় প্রেমের ফুলটি ফোটে না,
ভালবাসি জানিয়ে দেওয়া এটা কোন বাজে না
কেন ভালবাসি তোমায় প্রশ্ন করা সাজে না।

একটি শিশুর জীবন

শাবনাজ আক্তার নীলা

একটি শিশু রাস্তার পাশে
আর একটি ঘরে
একটি শিশু খেয়ে বাঁচে
অন্যটি মরে
একটি শিশু ব্যাগ কাঁধে স্কুলে যায়,
অন্য শিশু বস্তা কাঁধে
মরলা কুড়ায়
একটি শিশুর অসুখ হলে
মা ঔষধ দেয়
অন্য শিশু ঔষধের অভাবে
মারা যায়
তাই সকল শিশুকেই
সমান অধিকার দেয়া চায়
মোদের দেশের কোন শিশুই
যেন না ঝরে যায়।

খুন

ডাঃ মোকাররম হোসেন

দেশের মানুষ দিনে দিনে, হচ্ছে সবাই খুনী,
কেবা বড় কেবা ছোট, মুর্খ জ্ঞানী গুনী
দুর্ঘটনায় রাস্তাঘাটে, হচ্ছে কত লাশ
পেটের সন্তান নষ্ট করে, ছাড়ে স্বস্থির নিঃশ্বাস।
নিজের প্রভাব বিস্তার করতে, মাতে খুনের খেলায়,
সুযোগ পেলেই হত্যা করে, দিন দুপুরের বেলায়।
যৌতুক লোভী স্বামীর হাতে, স্ত্রী হচ্ছে খুন,
খুন হয়ে যায় তুচ্ছ কথায়, খশলে পানে চুন,
পরিকিয়ায় জড়িয়ে নারী, স্বামী হত্যা করে,
পাপ করিলে অন্তর জ্বালা, দিবানিশি ধরে
নরপশু ধর্ষণ করে, গলটিপে মারে,
মনের দুঃখে কত মানুষ, আত্মহত্যা করে।
ছিনতাইকারীর কবলে পড়ে, মরছে কত শত,
দিনে রাতে খুনের খেলা, চলছে অবিরত,
রাজনীতিতে খুনের খেলায়, ঝরছে কত প্রাণ,
কবে হবে এদেশ থেকে, খুনের অবসান